০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ জানুয়ারি ২০১৮

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা

বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের গণগ্রেফতার, দমন-পীড়ন এবং সভা-সমাবেশে বাধা

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন স্থগিত

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

কারাগারে মৃত্যু

মর্যাদাহানিকর আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব

গুম

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

‘চরমপন্থা’ ও মানবাধিকার

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

শ্রমিকদের অধিকার

নারীর প্রতি সহিংসতা

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

অধিকার মনে করে ‘গণতন্ত্র’ মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে

বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। ২০১৩ সালের অগাস্ট মাস থেকে রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসের তথ্য উপাত্তসহ এই মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্যগুলো *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

১-৩১ জানুয়ারি ২০১৮*			
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন			জানুয়ারি
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার		১৮
	গুলিতে নিহত		১
	মোট		১৯
গুম			৫
কারাগারে মৃত্যু			৬
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		২
	বাংলাদেশী আহত		৩
	বাংলাদেশী অপহৃত		১
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত		১২
	লাঞ্ছিত		১
	হুমকির সম্মুখীন		২
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত		৯
	আহত		৬১৯
যৌতুক সহিংসতা			১০
ধর্ষণ			৪০
যৌন হয়রানি			১৪
এসিড সহিংসতা			২
গণপিটুনীতে মৃত্যু			৫
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	আহত	২০
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক	নিহত	৯
		আহত	৮
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)- এ গ্রেফতার **			২

* *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

** সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দেবার কারণে এঁদের গ্রেফতার করা হয়।

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা

১. বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের সংস্কৃতি প্রকট। আর ২০০৯ সালের পর থেকে সহিংসতা ও দুবৃর্ত্তায়নের ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে চলেছে ক্ষতাসীন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনগুলো যেমন, ছাত্রলীগ যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ইত্যাদি। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে তারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবাসিক হলগুলো থেকে অন্য দলগুলোর ছাত্র সংগঠনের নেতা কর্মীদের বের করে দেয়। তারা বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জমিদখলসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি বাণিজ্য, নিজ দলীয় ছাত্রছাত্রী ভর্তি করানো, নারীদের ওপর সহিংসতা ও যৌন হয়রানির মত ঘটনা ঘটিয়েছে। ২০১৮ সালের শেষে জাতীয় নির্বাচন হবার যে সম্ভবনা রয়েছে তার আগে জানুয়ারি মাস থেকেই তারা ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। অর্থ্যাৎ ‘তাদের ভয় পেতে হবে’, ভিন্নমতাবলম্বীদের এই ধরনের বার্তা দিতে চাইছে ক্ষমতাসীন দল। এছাড়া ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা বরাবরের মত নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে এবং তাদের আগ্নেয়াস্ত্র সহ বিভিন্ন মারণাস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তাদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার কোন প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছেনা। কয়েকটি ঘটনায় অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনা হলেও তারা আদালত থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০১০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়এর স্যার এ এফ রহমান হলে সিট দখল নিয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের সময় আহত হয়ে একদিন পর মারা যান ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু বকর। এই ঘটনায় মামলা হয় এবং আদালতে বিচার চলার পর রায়ে এই ঘটনায় অভিযুক্ত ছাত্রলীগের সাবেক ১০ নেতাকর্মী খালাস পান। কিন্তু নিহত আবু বকরের বাবা-মা এমনকি মামলার বাদি ঐ ঘটনায় আহত অপর এক ছাত্র ওমর ফারুককে এই রায় সর্ম্পকে কিছুই জানানো হয় নি। বাদির পক্ষে সরকারি কৌঁসুলি[১] আদালতে মামলা পরিচালনা করেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ উচ্চ আদালতে কোন আপিল করেনি এবং এরই মধ্যে আপিলের স্বাভাবিক সময়ও পার হয়ে গেছে।[২]

আবু বকর । তাঁর মৃত্যুর খবর নিয়ে ২০১০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারির প্রথম আলো। ছবিঃ ২৬ জানুয়ারি ২০১৮

[১] সরকার সমর্থক আইনজীবীরা সরকারি কৌঁসুলি হিসেবে নিয়োগ পান।

[২] আবু বকরকে কেউ খুন করেনি! / প্রথম আলো ২৬ জানুয়ারি ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1417456/

২. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৯ জন নিহত ও ৬১৯ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ৩৪টি ও বিএনপি'র ১টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৪ জন নিহত ও ৩৭৮ জন আহত এবং বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১ জন নিহত ও ১০ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

৩. গত ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কর্মসূচি পালন করতে যেয়ে সিলেটের এমসি কলেজ ক্যাম্পাসে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই সময় দুই পক্ষেই হেলমেট পরা আগ্নেয়াস্ত্রধারী ব্যক্তিরা অবস্থান নেয় এবং একে অপরের দিকে গুলি ছোঁড়ে। সংঘর্ষে আখতার হোসেন এবং আবদুস সালাম নামে দুইজন ছাত্রলীগ কর্মী আহত হন।[৩]

সিলেটের এমসি কলেজ প্রাঙ্গনে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুইপক্ষের সংঘর্ষের সময় হেলমেট পরিহিত আগ্নেয়াস্ত্র হাতে এক যুবককে দেখা যাচ্ছে। ছবি ঃ প্রথম আলো, ৫ জানুয়ারি ২০১৮

৪. গত ১৬ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ শহরের ফুটপাথে হকার উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে আওয়ামীলীগ সমর্থিত মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভির সমর্থকদের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষে মেয়র আইভি এবং ১০ জন সাংবাদিকসহ অর্ধশত ব্যক্তি আহত

[৩] প্রথম আলো ৫ জানুয়ারি ২০১৮

হন। সংঘর্ষ চলাকালে সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের সমর্থক নিয়াজুল ইসলামকে প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভি ও তাঁর সমর্থকদের উপর হামলা করতে দেখা যায়।[৪]

নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ। ছবি ঃ নিউএইজ ১৭ জানুয়ারি ২০১৮

নারায়ণঞ্জের মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভীর সমর্থক ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের সময় পিস্তল হাতে এক ব্যক্তি। ছবি ঃ ডেইলী স্টার ১৭ জানুয়ারি ২০১৮

৫. রাজধানীর সাতটি সরকারি কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি থেকে বাদ দেয়ার দাবিতে গত ১১ জানুয়ারি থেকে আন্দোলনে নামেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। গত ১৫ জানুয়ারি উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে শিক্ষার্থীরা অবস্থান নিলে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্র লীগের বিভিন্ন হল শাখার নেতা-কর্মীরা আন্দোলনরত ছাত্রদের হুমকি দেয় এবং ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত ও গালিগালাজ করে। পরবর্তীতে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলনের সমন্বয়কারী মশিউর রহমানকে উপাচর্যের কার্যালয়ে ধরে নিয়ে মারধর করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মশিউর রহমানকে শাহবাগ থানায় হস্তান্তর করে। ২৮ ঘন্টা শাহবাগ থানায় আটক থাকার পর মশিউর রহমান পুলিশের কাছে মুচলেকা দিয়ে ১৬ জানুয়ারি মধ্যরাতে ছাড়া পান।[৫] এরপর গত ২৩ জানুয়ারি উপচার্যের কার্যালয়ের সামনে শিক্ষার্থীদের অবস্থানের সময় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের দ্বারা সাধারণ ছাত্রীদের ওপর নিপীড়নের প্রতিবাদে এবং তার বিচারসহ চারদফা দাবিতে বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাকর্মী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা উপাচার্য মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামানকে অবরুদ্ধ করে রাখে এবং প্রক্টরের পদত্যাগের দাবিতে শ্লোগান দেয়। এই সময় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসেইন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আল হাসানের নেতৃত্বে ৩০-৪০ জন নেতাকর্মী সেখানে গিয়ে আন্দোলনকারীদের ধাওয়া

[৪] *অধিকারএর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন / রণক্ষেত্র নারায়ণগঞ্জ, আইভীসহ আহত শতাধিক; আইভী-শামীম মুখোমুখি, সংঘর্ষ/ মানবজমিন ১৭ জানুয়ারি ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=100910&cat=2/

[৫] প্রথম আলো ১৮ জানুয়ারি ২০১৮

করে এবং তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এই হামলায় গুরুতর আহত ২০ জন আন্দোলকারীকে ঢাকা মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।[৬]

ছাত্রলীগের হামলায় আহত শিক্ষার্থীদের ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। ছবিঃ প্রথম আলো ২৩ জানুয়ারী ২০১৮

অপরাজেয় বাংলার সামনে জড়ো হয়ে শিক্ষার্থীরা মিছিল শুরু করেন। মিছিলটি টিএসসি, কলাভবন, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ ঘুরে উপাচার্য কার্যালয়ের সামনে আসে। ছবিঃ প্রথম আলো ২৩ জানুয়ারী ২০১৮

উপাচার্যকে উদ্ধারে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মারধর করে সরিয়ে দেয় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। ছবিঃ প্রথম আলো ২৩ জানুয়ারী ২০১৮

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের কিল, ঘুষি মেরে ছত্রভঙ্গ করে দেয় ছাত্রলীগের কর্মীরা। এসময় আহত হন অন্তত ১০ জন। ছবিঃ প্রথম আলো ২৩ জানুয়ারী ২০১৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী নিপীড়নের বিচার চেয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা। ছবিঃ প্রথম আলো ২৪ জানুয়ারী ২০১৮

উপাচার্যের কার্যালয়ে অবস্থান নিলে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায় ছাত্রলীগ। ছবিঃ প্রথম আলো ২৪ জানুয়ারী ২০১৮

[৬] ছাত্রলীগের হামলায় আহত ৪০ শিক্ষার্থী/ প্রথম আলো ২৪ জানুয়ারি ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1415916/

বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের গণগ্রেফতার ও দমন-পীড়ন এবং সভা-সমাবেশে বাধা

৬. ২০১৭ সালের পুরোটা জুড়েই সরকার ভিন্নমত ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকারকে সংকুচিত করা অব্যাহত রাখে। ২০১৮ সালকে রাজনৈতিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। কারণ এই বছরেরই ডিসেম্বরে একাদশতম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ২০১১ সালে দেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিল করে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন পদ্ধতি চালু করে (১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগই তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি চালু করার জন্য আন্দোলন করে এবং সেই সময়ে বহু মানুষ হতাহত হন)[৭]। ফলশ্রুতিতে একতরফাভাবে ২০১৪ সালের বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার পুনরায় ক্ষমতায় আসে। জনগনের অংশগ্রহণহীন এই নির্বাচনে জয়লাভের পর থেকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধীদল বিএনপিসহ ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়ন শুরু করে যা, ২০১৮ সালের শুরুতেও অব্যাহত আছে। নির্বাচনের বছর হলেও সরকার প্রথম থেকেই বিরোধীদল বিএনপি ও বামদলগুলোকে কোনঠাসা করার জন্য দমন-পীড়ন শুরু করেছে। এরমধ্যে গণগ্রেফতার এবং সরকারদলীয় কর্মী ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ব্যবহার করে বিরোধীদলের সভা-সমাবেশে বাধা দিয়েছে এবং সেগুলোতে হামলা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি বিএনপি'র চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার রায় ঘোষিত হবে। এই রায় ঘোষণার দিন বিএনপি'র নেতাকর্মীরা বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন বলে ক্ষমতাসীনরা বিএনপি'র নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও তাঁদের বাসায় বাসায় তল্লাশীসহ গণগ্রেফতার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৭. ১ জানুয়ারি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পাবনায় ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি র‌্যালি বের করলে পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে ও গুলি ছোঁড়ে। এই ঘটনায় জেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান তোতা ও কৃষক দল নেতা আবুল কাশেম গুলিবিদ্ধ হওয়াসহ ৩৫ জন নেতাকর্মী আহত হন।[৮]

---

[৭] প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল (বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ) পরস্পরের প্রতি ক্রমাগত বিদ্বেষ অবিশ্বাস ও সহিংসতার ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয় যা ব্যাপক জন সমর্থন লাভ করে। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করে। এর ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদ নির্বাচনটি শুধুমাত্র প্রহসন মূলকই ছিল না (১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন), নির্বাচনটিতে ব্যালটবাক্স ছিনতাই, ভোটকেন্দ্র দখল ও ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনাও ছিল উল্লেখযোগ্য।

[৮] ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সংঘাত- সংঘর্ষ, সিলেটে নিহত ১/ মানবজমিন ২ জানুয়ারি ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=98714

পাবনা ছাত্রদলের মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের রাবার বুলেট নিক্ষেপ। ছবিঃ ডেইলী স্টার ২ জানুয়ারি ২০১৮

পাবনা জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে আহত বিএনপি নেতা হাসান জাফির তুহিন পড়ে আছেন। ছবিঃ ডেইলী স্টার ২ জানুয়ারি ২০১৮

৮. ৫ জানুয়ারি বিএনপি ঘোষিত 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' উপলক্ষে বান্দরবানে বিএনপি আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল পুলিশ লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই সময় পুলিশের লাঠিচার্জে বিএনপির ৬ জন নেতাকর্মী আহত হন এবং ৩ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে।[৯] একই দিনে বরিশালে মহানগর বিএনপির সভাপতি মজিবর রহমান সারোয়ারসহ কয়েকজন নেতার বাড়ি ঘেরাও করে রাখে পুলিশ। দলীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করার অনুমতি চেয়ে বরিশাল বিএনপি'র করা আবেদন প্রত্যাখান করে পুলিশ। অন্যদিকে একই জায়গায় মঞ্চ করে সমাবেশ করে আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ। ৫ জানুয়ারি খুলনায় বিএনপি'র মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পুলিশের হামলায় বিউটি বেগম ও হোসনে আরাসহ ১৪ জন বিএনপির নেতাকর্মী আহত হন।[১০]

খুলনায় সমাবেশে আসার পথে সদর থানার সামনে বিএনপির নেতা-কর্মীদের লাঠিপেটা করে পুলিশ। ছবিঃ প্রথম আলো ৬ জানুয়ারি ২০১৮

খুলনায় বিক্ষোভ চলাকালে বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর লাঠিচার্জ করে পুলিশ। ছবিঃ বাংলাদেশ প্রতিদিন ৬ জানুয়ারি ২০১৮

---

[৯] সারা দেশে বিএনপি'র গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন, পুলিশের বাধা/ মানবজমিন ৬ জানুয়ারি ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=99257&cat=9/

[১০] প্রথম আলো ৬ জানুয়ারি ২০১৮

৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে গত ২৪ জানুয়ারি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বাম সংগঠন সমর্থিত প্রগতিশীল ছাত্র জোটের মিছিলে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা হামলা চালায়। ছাত্রলীগের হামলায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র জোটের ৫ নেতাকর্মী এবং সিলেটে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ১৩ জন নেতা কর্মী আহত হন।[১১]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের মিঠিলে ছাত্রলীগের হামলা। ছবিঃ যুগান্তর ২৫ জানুয়ারি ২০১৮

১০. গত ৩০ জানুয়ারি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় আদালতে হাজিরা দিয়ে ফেরার সময় তাঁর সঙ্গে থাকা বিএনপি'র নেতাকর্মীরা পুলিশের প্রিজন ভ্যান থেকে তাঁদের দুজন কর্মীকে ছিনিয়ে নিলে পুলিশের সঙ্গে বিএনপি'র নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ হয়। বিএনপি নেতৃবৃন্দ অবশ্য এই ঘটনায় তাঁদের দলীয় নেতাকর্মীদের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করেছেন। এই সংঘর্ষের ঘটনায় রমনা ও শাহবাগ থানায় তিনটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তিন মামলায় বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীকে নির্দেশদাতা উল্লেখ করে ৯০০ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ৩০ জানুয়ারি রাতেই বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়কে গুলশানে দলের বৈঠক শেষে বাড়ি ফেরার পথে গুলশানের পুলিশ প্লাজার সামনে থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত পুলিশ মহিলা দল নেত্রী রাজিয়া আলিম ও হোসনে আরাসহ ১৬৮[১২] জনকে গ্রেফতার করেছে

[১১] **ঢাবির ঘটনায় প্রতিবাদ সমাবেশ; চবি ও রাবিতে এবার ছাত্রলীগের হামলা/**যুগান্তর ২৫ জানুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/10756/

[১২] প্রথম আলো ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

। এছাড়া বিএনপি এবং এর অঙ্গ সংগঠনের বহু নেতা-কর্মীর বাড়িতে তাদের গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।[১৩]

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন স্থগিত

১১. গত ১৭ জানুয়ারি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ৩ মাসের জন্য স্থগিত করেছে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি জাফর আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ[14]এবং গত ১৮ জানুয়ারি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে যুক্ত হওয়া নতুন ১৮টি ওয়ার্ড এবং সংরক্ষিত ৬টি ওয়ার্ডের নির্বাচন ৪ মাসের জন্য স্থগিত করেছে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি তারিকউল হাকিম ও বিচারপতি এম ফারুকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ।[১৫] ২০১৭ সালের ৩০ নভেম্বর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনিসুল হকের মৃত্যুর পর মেয়র পদে উপনির্বাচন এবং ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনে নতুন যুক্ত হওয়া ১৮টি করে ৩৬টি সাধারণ ওয়ার্ড এবং ৬টি করে ১২টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের নির্বাচন ২৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে বলে তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। ত্রুটি রেখে নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করার ফলে উচ্চ আদালত এই স্থগিতাদেশ দিয়েছে। এই নির্বাচনে নতুন যুক্ত হওয়া এলাকার কাউন্সিলারদের মেয়াদ নির্ধারণ, হালনাগাদ ভোটার তালিকা প্রকাশের পর মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় দেয়াসহ নানা বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। তফসিল ঘোষণার আগে ত্রুটিগুলো সংশোধন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছিল নির্বাচন কমিশনকে। নির্বাচন কমিশনের সভায় আইনের ত্রুটির বিষয়টি উত্থাপনও করা হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন এই বিষয়টি আমলে নেয়নি এবং আইনি কোনো জটিলতা নেই বলে তখন জানিয়েছে। ফলে নির্বাচন স্থগিতের জন্য উচ্চ আদলতে রিট করা হলে নির্বাচন স্থগিত করে আদালত।[১৬] তফসিল ঘোষণার পর এই নির্বাচন স্থগিত হওয়া নিয়ে গুরুতর আইনি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। নির্বাচন স্থগিত করার জন্য রিট দায়েরের খবর জানার পরও রিট শুনানিতে অংশ না নেয়া এবং নির্বাচন-সংক্রান্ত সংবিধানের ১২৫(গ) অনুচ্ছেদ[১৭] অনুসরণ না করায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।[১৮]

১২. ২০১৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কে এম নুরুল হুদার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব নেয়ার পর এই কমিশনের অধীনে সারাদেশে সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনসহ

---

[১৩] ধরপাকড়,অভিযান, তিন মামলায় আসামি ৯০০/ মানবজমিন ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=103073&cat=2/

[14] **বিশেষজ্ঞদেরমত :দায়ইসিওমন্ত্রণালয়ের; ঢাকাউত্তরসিটিনির্বাচনতিনমাসস্থগিত/**যুগান্তর ১৮ জানুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/8122/

[১৫] **জাতীয় নির্বাচনের আগে ঢাকার ভোট অনিশ্চিত/**যুগান্তর ১৯ জানুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/8459/

[১৬] **বিশেষজ্ঞদেরমত :দায়ইসিওমন্ত্রণালয়ের; ঢাকাউত্তরসিটিনির্বাচনতিনমাসস্থগিত/**যুগান্তর ১৮ জানুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/8122/

[১৭] ১২৫ গে) বিধানে বলা আছে ,কোনো নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশনকে 'যুক্তিসংগত নোটিশ ও শুনানীর' সুযোগ না দিয়ে আদালত কোনো আদেশ দেবেন না।

[১৮] স্থগিত ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচন; জোরালো ভূমিকা নেয়নি নির্বাচন কমিশন/ প্রথম আলো ২২ জানুয়ারি ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1414601

বিভিন্ন উপনির্বাচন ও পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনগুলোর মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ নির্বাচনই ক্ষমতাসীনদলের সমর্থকদের কেন্দ্র দখল, জাল ভোট, প্রকাশ্যে ব্যালট পেপারে সিল, ব্যালট বক্স ছিনতাই, সংঘর্ষ বা বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দেয়াসহ নির্বাচন বর্জনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং এই সব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেনি। ইতিমধ্যে ২০১৮ এর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু একটি অংশগ্রহণমূলক জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে রোডম্যাপে স্পষ্ট করে কিছু উল্লেখ করেননি এই কমিশনের সদস্যরা। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যে কোন ভূমিকাই রাখতে পারছে না তা বিরোধীদলের প্রতি সরকারের দমন-পীড়নমূলক আচরণ থেকেই স্পষ্ট হচ্ছে।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১৩. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য মতে ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে ১৯ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

১৪. ২০১৭ সালের ২৮ মার্চ জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি গুমের 'উচ্চহার', বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর অত্যাধিক বল প্রয়োগ নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সমালোচনা করা[১৯] সত্ত্বেও ২০১৭ সালে সারাদেশে ১৫৪ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। দেশে ফৌজদারী বিচারব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করতে না পারায় রাষ্ট্র কর্তৃক হত্যাকারীদের দায়মুক্তির সুযোগে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে।

১৫. গত ২০ জানুয়ারি ভোরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার শাজবাজপুর উত্তর পাড়ায় পুলিশের সঙ্গে কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' আবদুল ওহাব (৩০) এবং আবুল বাশার (২৮) নামে দুই ব্যক্তি নিহত হন। পুলিশের দাবি, ১৯ জানুয়ারি রাতে শাজবাজপুরের একটি বাড়িতে ডাকাতি করার সময় আবদুল ওহাব এবং আবুল বাশারসহ ৬ জনকে তারা আটক করে। পরে আবদুল ওহাব এবং আবুল বাশারকে নিয়ে ডাকাতির মালামাল উদ্ধার করতে গেলে তাদের সহযোগীরা পুলিশের ওপর গুলি ছুঁড়লে উভয়ের মধ্যে গুলিবিনিময়ের একপর্যায়ে আবদুল ওহাব এবং আবুল বাশার গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এদিকে নিহত বাশারের মা হেনা বেগম ও স্ত্রী আলুসম বেগম জানান, আবুল বাশার ডাকাত নন। তিনি একজন অটোরিক্সাচালক। ২০ জানুয়ারি রাতে সরাইল থানার এক পুলিশ কর্মকর্তা বাশারকে ছেড়ে দেয়ার কথা বলে ২০ হাজার টাকা তাঁদের কাছ থেকে নিয়েছেন। কিন্তু বাশারকে ছেড়ে না দিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। ওহাবের মা ফাতেমা বেগম জানান, ওহাব

[১৯] http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fBGD%2fCO%2f1&Lang=en

একজন ভ্যানচালক এবং সে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত নয়। ১০ হাজার টাকা দিলে পুলিশ ওহাবকে ছেড়ে দেবে বলে জানালে তিনি ঐ টাকা সরাইল থানা পুলিশকে দেন।[২০]

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

১৬. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কারণে নিহত ১৯ জনের মধ্যে ১৮ জন 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে পুলিশের হাতে ৯ জন, ডিবি পুলিশের হাতে ১ জন ও র‍্যাবের হাতে ৮ জন নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

গুলিতে মৃত্যুঃ

১৭. এই সময় ১ ব্যক্তি পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নিহতদের পরিচয় ঃ

১৮. নিহতদের মধ্যে ১ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (লাল পতাকা)'র নেতা, ১ জন গ্রামবাসী, ১ জন হত্যা মামলার আসামী ও ১৬ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

কারাগার পরিস্থিতি

১৯. *অধিকার* এর তথ্য মতে জানুয়ারি মাসে ৬ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন।

২০. চিকিৎসার সুব্যবস্থা না থাকায় এবং কারাগার কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে আটক বন্দিদের মৃত্যু ঘটছে বলে অভিযোগ আছে। রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন শেষে কারাগারে পাঠানোর পর মৃত্যু ঘটছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মর্যাদাহানিকর আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব

২১. সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে দিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার কাজে ব্যবহার করার ফলে এইসব সংস্থার সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে। আর এই দায়মুক্তি ভোগ করার কারণেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে নাগরিকদের ওপর নির্যাতন, নির্যাতন না করার জন্য ঘুষ আদায়, হামলা, হয়রানি

---

[২০] **ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত২**/যুগান্তর ২২ জানুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/news/9643/

এবং চাঁদা আদায়ের ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। মানবাধিকারকর্মীদের প্রচেষ্টায় ও চাপে ২০১৩ সালে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন পাস হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে নির্যাতিত ব্যক্তি বা ব্যক্তির পরিবার এই আইনে মামলা করতে পারছেন না বা মামলা হলেও তা বিচারের মুখ দেখছে না।

২২. ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার কোনাবাড়ি এলাকায় ২০১৭ সালের ৬ ডিসেম্বর ত্রিশাল থানা পুলিশের এসআই বুলবুল হোসেনের নেতৃত্বে একদল পুলিশ নুরুল ইসলাম নামে এক কৃষককে খুলনায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে দায়ের করা একটি মামলায় মিথ্যা ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে অভিযুক্ত হিসেবে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করলে আদালত নুরুল ইসলামকে ময়মনসিংহ জেলা কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। নুরুল ইসলামের ছেলে মোহাম্মদ শামীম এই ব্যাপারে এসআই বুলবুলের সঙ্গে কথা বললে বুলবুল শামিমকে ময়মনসিংহ আদালতের কনস্টেবল মিজানের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। মিজান নুরুল ইসলামের জামিনের ব্যবস্থা করে দেবে বলে ৪০ হাজার টাকা দাবি করে। কিন্তু নুরুল ইসলামের পরিবার এই টাকা জোগাড় করতে না পারায় নুরুল ইসলাম জেল খাটতে থাকেন। ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি শামীম খুলনা আদালতে যেয়ে জানতে পারেন তাঁর বাবা এই মামলায় অভিযুক্ত নন এবং তাঁর বিরুদ্ধে কোন গ্রেফতারী পরোয়ানাও জারি হয় নাই। পরবর্তীতে খুলনা আদালত থেকে এই মর্মে একটি চিঠি ইস্যু করা হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে নুরুল ইসলাম ২৮ দিন জেল খাটার পর ৪ জানুয়ারি জামিনে মুক্তি পান।[২১]

২৩. ২০১৭ সালের ১৮ জুলাই খুলনার খালিশপুর থানা হেফাজতে যুবক শাহজালালের দু'চোখ উৎপাটন মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) খুলনার পরিদর্শক মো. বাবলুর রহমান খান গত ১৫ জানুয়ারি মহানগর আমলী আদালত 'গ' অঞ্চলে দাখিল করেন। ১৬ জানুয়ারি প্রতিবেদনটি আদালতের সংশ্লিষ্ট ফাইলে নথিভুক্ত হয়। প্রতিবেদনে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন, 'ভিকটিম শাহজালাল ওরফে শাহ জামাল ওরফে শাহ ২০১৭ সালের ১৮ জুলাই রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার সময় খালিশপুর থানার অর্ন্তভুক্ত গোয়ালখালি বাসস্ট্যান্ডে ছিনতাইয়ের সময় হাতে-নাতে ধৃত হয়ে বিক্ষুব্ধ জনগণ কর্তৃক মারপিটের শিকার হন। এতে তাঁর দু' চোখ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে চোখ দু'টি নষ্ট হয়ে যায়; যা দণ্ডবিধির ১৪৩/৩২৩/৩২৬ ধারার অপরাধ। তদন্তকালে এ নৃশংস ঘটনায় কে বা কারা জড়িত তা সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি'। শাহজালালের বাবা মো. জাকির হোসেন পুলিশের বিরুদ্ধে করা পুলিশেরই এই তদন্ত প্রতিবেদনকে পক্ষপাতদুষ্ট উল্লেখ করে *অধিকারকে* বলেন "পুলিশের হেফাজতেই শাহজালালের চোখ তোলা হয়। যা তাঁর ছেলের সাক্ষ্যতেই বলা হয়েছে। সেখানে যদি পুলিশকেই নির্দোষ বানানো হয়, তাহলে শাহজালালের চোখ উঠালো কারা? এছাড়া এতদিন ধরে তদন্ত চালিয়েও যদি পিবিআই ঘটনার সঙ্গে

[২১] Man spends 28 days in jail for fake warrant /দি ডেইলি স্টার ৫ জানুয়ারি ২০১৮/ http://www.thedailystar.net/backpage/man-spends-28-days-jail-fake-warrant-1515385

জড়িতদের সনাক্ত করতে না পারে তাহলে তদন্তেরই কি প্রয়োজন ছিল?"[২২] উল্লেখ্য ২০১৭ সালের ৭ সেপ্টেম্বর 'নির্যাতন' করে শাহ জালালের দুই চোখ নষ্ট করা হয়েছে এমন অভিযোগে খালিশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাসিম খানসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন শাহ জালালের মা রেনু বেগম।

গুম

২৪. জানুয়ারি মাসে ৫ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গুম করার পর এঁদের সবাইকে পরবর্তীতে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

২৫. গুমের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কোন ব্যক্তিকে হঠাৎ কিছু লোক আচমকা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয় দিয়ে বিনা ওয়ারেন্টে মাইক্রোবাস বা গাড়ীতে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। ২০০৯ সালের পর থেকে এই গুমের ট্রেন্ড শুরু হয়েছে এবং তা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে বিরোধীদলের অনেক নেতাকর্মীকে গুম করা হয়, যাঁদের মধ্যে অনেকেই এখনো ফিরে আসেননি।[২৩] তাই ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভিন্নমতাবলম্বী, ব্যক্তিবর্গ, বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা গুম হতে পারেন এই আশংকা উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছেনা। বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদন থেকে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও সরকারের উচ্চমহল থেকে প্রতিনিয়ত গুমের বিষয়গুলো অস্বীকার করা হচ্ছে, এমনকি বলা হচ্ছে যে, ভিকটিমরা নিজেরাই আত্মগোপন করে আছেন। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, অনেক ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাঁদেরকে গ্রেফতার দেখিয়ে জনসম্মুখে হাজির করছে। যেমন গত ১৩ জানুয়ারি ঢাকার লেকহেড গ্রামার স্কুলের মালিক খালেদ হাসান মতিনকে এক দল সাদা পোশাকের লোক তাঁর গুলশানের অফিস থেকে তুলে নিয়ে যায়।[২৪] পরবর্তীতে ২১ জানুয়ারি ডিবি পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার দেখায়। গত ১৮ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চমান সহকারি নাসিরউদ্দিন নিখোঁজ হন এবং গত ২০ জানুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (পিও) মোহাম্মদ মোতালেব হোসেনকে মোহাম্মদপুর থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এই দিনই মোহাম্মদ মোতালেব হোসেনের ভাই মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন আহমেদ হাজারীবাগ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি বা জিডি করেন। জিডিতে বলা হয়, ডিবি সদস্য পরিচয়ে কে বা কারা তাঁর ভাইকে তুলে নিয়ে গেছে। ২১ জানুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সাংবাদিকদের বলেন, "কেন ও কারা তাঁদের নিয়ে গেল, তা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি"।

---

[২২] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২৩] ভিকটিমদের পরিবার এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকেই তাঁরা গুম হয়েছেন। এই সব ক্ষেত্রে স্পষ্টতই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জড়িত থাকার বিষয়ে অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যও পাওয়া গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করছে বা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া গেছে।

[২৪] Lakehead Grammar School owner allegedly picked up from Gulshan office / ঢাকা ট্রিবিউন ২০ জানুয়ারি ২০১৮/ http://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2018/01/20/lakehead-owner-picked-gulshan/

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এই আটকের ব্যাপারে মুখ খুলে নাই।[২৫] গোয়েন্দা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার আবদুল বাতেন বলেন, তাঁরা এদের নিখোঁজ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।[২৬] কিন্তু আবার **২১** জানুয়ারি রাতে নাসিরউদ্দিন ও মোতালেবকে ঘুষ ও দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে ঢাকা গোয়েন্দা পুলিশ জানায়।[২৭]

২৬. গোয়েন্দা পুলিশের সদস্য পরিচয় দিয়ে একদল লোক আবদুস সালাম শিকদার নামে এক যুবদল নেতাকে ঢাকার আদাবর রোডে ভাড়া বাসা থেকে তুলে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আবদুস সালাম শিকদারের স্ত্রী লাভলী বেগম জানান, তাঁর স্বামী একজন ব্যবসায়ী এবং যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। গত ৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় সাদা পোশাকে পাঁচজন লোক নিজেদের গোয়েন্দা পুলিশের সদস্য পরিচয় দিয়ে তাঁদের বাসায় ঢোকে। এদের মধ্যে একজনের হাতে পিস্তল ছিল। তারা এই সময় ঘুমিয়ে থাকা সালামকে ডেকে তুলে তাঁর কাছে অস্ত্র আছে বলে দাবী করে। কিন্তু সারা বাসা তছনছ করেও কোন অস্ত্র না পেয়ে ওড়না দিয়ে তাঁর স্বামীর দুই হাত ও চোখ বেঁধে তাঁকে বুট জুতা দিয়ে লাথি ও হাত দিয়ে মারতে থাকে। এই সময় তাঁর পরিবারের সদস্যদের চিৎকারে আশে পাশের লোকজন ছুটে আসলেও সাদা পোশাকধারী ওই ব্যক্তিরা নিজেদের গোয়েন্দা পুলিশের সদস্য পরিচয় দেয় এবং সালামকে তুলে নিয়ে যায়। লাভলী বেগম আরো জানান, তাঁর স্বামীকে তুলে নেয়ার পর তাঁরা আদাবর থানায় যান। কিন্তু পুলিশ সালামকে আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে। এরপর ঢাকার গোয়েন্দা পুলিশের অফিসে গেলে তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয় নাই এবং এই ব্যাপারে কিছু জানাতে তারা অস্বীকার করা হয়।[২৮] গত **১৭** জানুয়ারি বরিশাল জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, ২০১৭ সালের **১১** ডিসেম্বর বাকেরগঞ্জ থানার মহেষপুর ইউনিয়নের নিয়ামতি বাজারে আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ সুলতান মীর এবং বিমল চন্দ্র সাহাকে গুলি করে ও পিটিয়ে আহত করার অভিযোগে ৯ জানুয়ারি সালাম শিকদারকে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর **১১** জানুয়ারি তাঁকে আদালতে হাজির করে **১০** দিনের রিমান্ড চাইলে আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে।[২৯]

---

[২৫] প্রথম আলো ২২জানুয়ারি ২০১৮

[২৬] ARRESTED EDN MINISTRY STAFF; They 'sold secret docs to Lakehead owner'/দি ডেইলি স্টার ২৪ জানুয়ারি ২০১৮/ http://www.thedailystar.net/frontpage/they-sold-secret-docs-lakehead-owner-1524256

[২৭] প্রথম আলো ২২জানুয়ারি ২০১৮

[২৮] **ডিবি পরিচয়ে ব্যবসায়ীকে তুলে নেয়ার অভিযোগ/** নয়াদিগন্ত ১১ জানুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/283984

[২৯] **বরিশালে অস্ত্রসহ বিএনপি নেতা গ্রেফতার/**বাংলা ট্রিবিউন ১৭ জানুয়ারি ২০১৮/ www.banglatribune.com/country/news/283727/

বরিশালে বিএনপি নেতা সালাম সিকদারকে তুলে নিয়ে গুম করার পরে একটি মামলায় গ্রেফতার দেখায় পুলিশ।
ছবিঃ বাংলা ট্রিবিউন, ১৭ জানুয়ারি ২০১৮

২৭. বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আনিসুর রহমান তালুকদার খোকনকে র‍্যাব-৩ এর সদস্যরা ঢাকার গুলিস্থানের রমনা হোটেল থেকে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করেছে তাঁর পরিবার । আনিসুর রহমান খোকনের ভাতিজা সারোয়ার তালুকদার *অধিকারকে* জানান, গত ২৯ জানুয়ারি রাতে তাঁর চাচা বিএনপি নেতা আনিসুর রহমান তালুকদার খোকন ঢাকার গুলিস্থানে অবস্থিত হোটেল রমনায় তাঁর জেলা মাদারীপুর থেকে আসা নেতাকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। এই সময় র‍্যাব-৩ এর কয়েকজন সদস্য যাঁদের মধ্যে দুইজন র‍্যাবের পোশাক পরিহিত ছিল এসে তাঁর চাচাকে আটক করে একটি কালো মাইক্রোবাসে করে তুলে নিয়ে যায় বলে জানান। এই সময় তারা হোটেলের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজও নিয়ে যায়। পরে তাঁদের পরিবারের পক্ষ থেকে র‍্যাব-৩ এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা আনিসুর রহমান তালুকদার খোকনকে আটক করার বিষয়টি অস্বীকার করে।[৩০] গত ৩০ জানুয়ারি র‍্যাব-৩ এর অধিনায়ক লে.কর্নেল ইমরানুল হাসান জানান, নাশকতার চেষ্টায় জড়িত থাকার অভিযোগে আনিসুর রহমান তালুকদার খোকনকে আটক করা হয়েছে।[৩১] উল্লেখ্য ২০১৫ সালের ৪ মার্চ ঢাকার ধানমন্ডি থেকে একদল সাদা পোশাকধারী লোক আনিসুর রহমান তালুকদার খোকনকে তুলে নিয়ে যায়। এরপর ৩ মাস ১২ দিন পর পুলিশ তাঁকে ফরিদপুরের কোতয়ালী থানায় বিস্ফোরক আইনের মামলার অভিযুক্ত হিসেবে সোপর্দ করে।[৩২]

২৮. গুমের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারনার পর ২০১৭ সালের অগাস্ট মাস থেকে আরো একটি নতুন প্রক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, রাজনীতিক, সাবেক রাষ্ট্রদূত, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক ও ছাত্রসহ অনেক ব্যক্তি হঠাৎ করে ‘নিখোঁজ’ হয়ে যান। এঁদের মধ্যে অনেকে ফিরে আসেন এবং কাউকে কাউকে

---

[৩০] **ছাত্রদলের সাবেক নেতা খোকনকে আটকের অভিযোগ**/যুগান্তর ৩০ জানুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/12742/ এবং অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য
[৩১] নাশকতার অভিযোগে আনিসুর আটক: র্যা ব/ প্রথম আলো ৩০ জানুয়ারি ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1420406/
[৩২] অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য

গ্রেফতার দেখানো হয়। ফিরে আসার পর কয়েকজন সংবাদ মাধ্যমে বক্তব্য দেন ; যাঁদের অবরুদ্ধ অবস্থার অভিজ্ঞতা প্রায় একই রকম।[৩৩] এই সময়ে গুমের পর যাঁরা ফিরে এসেছেন, তাঁদের কাছ থেকে যেটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তাতে এটা পরিস্কার যে, অপহরণকারীরা বেশ সংগঠিত এবং মানুষকে 'নিখোঁজ' করে রাখার অবকাঠামোও তাদের রয়েছে। এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কিছু সদস্যও জড়িত আছেন বলে অভিযোগ আছে।[৩৪]

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

২৯. ২০১৭ সালে ৪৭ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন। ২০১৮ সালেও এই ধারা ছিল অব্যাহত এবং ৫ ব্যক্তি ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৩০. ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়মুক্তি এবং দুর্নীতির কারণে এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা কমে যাচ্ছে, ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে সামাজিক অস্থিরতা। আর তাই এই ধরনের হত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে।

'চরমপন্থা' ও মানবাধিকার

৩১. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদমাধ্যম ও সভা-সমাবেশ করার অধিকারে হস্তক্ষেপ, নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম ও অন্যান্য নাগরিক অধিকার হরণসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনার কারণে সমাজে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে এবং 'চরমপন্থীদের' আবির্ভাব দেখা গেছে। তবে গণতান্ত্রিক পরিবেশের অনুপস্থিতিতে চরমপন্থী দমন কতটুকু স্বচ্ছভাবে এবং আইনসম্মত পদ্ধতিতে হচ্ছে তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারণ 'চরমপন্থীদের' দমনের নামে রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের সময় নারী ও শিশুদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে এবং অনেকেই গুম হচ্ছেন।[৩৫] গ্রেফতারকৃতদের কেউ কেউ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে থাকা অবস্থায় মারা গেছেন বলে জানা গেছে। ফলে এই ধরনের অভিযানে সত্যিকার অর্থে কি ঘটেছিল এবং ঘটছে সেই সর্ম্পকে জনগনের মধ্যে কোনই স্বচ্ছ ধারণা নাই।[৩৬] এমনকি 'চরমপন্থী' দমনের অভিযানের সময় আক্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁরা 'আওয়ামী লীগের কর্মী' এবং 'ষড়যন্ত্রের শিকার' এই ধরনের

---

[৩৩] অপহরণকারীরা কেন ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাবে?/ প্রথম আলো, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭; http://www.prothomalo.com/opinion/article/1392571/

[৩৪] চাপা কান্না, অসমাপ্ত বাক্যে ভয়ের ছাপ/ প্রথম আলো ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭/

[৩৫] **অপারেশন হিট ব্যাক: বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন সাত লাশের চারটিই শিশুর/** প্রথম আলো ১ এপ্রিল ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1130046/

[৩৬] Extremism tackling narrative warrants transparency /নিউএজ ২৯ এপ্রিল ২০১৭ http://www.newagebd.net/article/14532/extremism-tackling-narrative-warrants-transparency

স্ট্যাটাসও ফেসবুকে দিয়েছেন।[৩৭] ফলে সত্যিকার অর্থেই চরমপন্থী দমন হচ্ছে নাকি নিরীহ ব্যক্তি ঘটনার শিকার হচ্ছেন এই বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব তৈরি হয়েছে। ২০১৭ সালের মত ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসেও রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক 'চরমপন্থী' দমনের নামে অভিযান অব্যাহত ছিল।

৩২. ঢাকার নাখালপাড়ার রুবি ভিলা নামে একটি বাড়িতে র‍্যাবের অভিযানে তিন জন 'চরমপন্থী' নিহত হয়েছেন বলে র‍্যাবের গণমাধ্যম শাখা জানায়। র‍্যাব জানায়, ১২ জানুয়ারি রাত ২ টায় অভিযান শুরু হলে নাম না জানা 'চরমপন্থীরা' বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটানোর চেষ্টা করে এবং গুলি চালায়। প্রায় ৪০ মিনিট ধরে গুলি বিনিময়ের সময় 'চরমপন্থীরা' নিহত হয়। তাদের বয়স ২৫ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। র‍্যাব বলেছে তাদের গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী নিহতরা সবাই নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন জেএমবির সদস্য।[৩৮] যদিও র‍্যাব জানায়, তিনজনের বয়স ২৫-২৭ বছরের মধ্যে কিন্তু পরবর্তীতে জানা যায় এদের মধ্যে একজন কিশোরগঞ্জের রবিন মিয়া যার বয়স ১৭ এবং নাফিস উল ইসলামের বয়স ১৬। আর অন্য আরেকজনের নাম মেজবাউদ্দিন।[৩৯] উল্লেখ্য, এই রুবি ভিলায় ২০১৩ এবং ২০১৬ সালে র‍্যাব অভিযান চালিয়ে কয়েকজনকে আটক করে নিয়ে গিয়েছিল। বাড়িটিতে মেস থাকায় পুলিশ এখানে তল্লাশী চালাতো।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

৩৩. ২০১৭ সাল বিচার বিভাগের জন্য একটি কালো অধ্যায় বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই সময় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে উচ্চ আদালতের বিভিন্ন বিষয়ে টানাপোড়েন দেখা দেয়[৪০] এবং ক্ষমতাসীনরা বিচার বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিতে মরিয়া হয়ে উঠে। এর ফলশ্রুতিতে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা দেশত্যাগ করেন এবং অবশেষে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন বলে অভিযোগ রয়েছে। এর পর থেকেই প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য রয়েছে। এই বছরই অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির শৃংখলা বিধিমালার[৪১] গেজেট প্রকাশ করে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়। মূলতঃ সরকারের হাতে নিয়ন্ত্রণ রেখেই অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির শৃঙ্খলা বিধিমালা তৈরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

---

[৩৭] নরসিংদীর 'জঙ্গি আস্তানা'য় অভিযান: ৫ জনের আত্মসমর্পণ পরিবারে হস্তান্তর ৩ তরুণ/ যুগান্তর ২২ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/05/22/126472/

[৩৮] **প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পেছনে আস্তানা; র‍্যাবের অভিযানে তিন জঙ্গি নিহত/** যুগান্তর ১৩ জানুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/6092/

[৩৯] ডেইলি স্টার ২২ জানুয়ারি ২০১৮, http://www.thedailystar.net/city/last-3-militants-identified-1523158

[৪০] ৩ জুলাই ২০১৭ সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী কে অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া রায় বহাল রেখে আপিল বিভাগ যে রায় দেয়, সেখানে দেশের রাজনীতির অতীত ও বর্তমান নিয়ে কিছু পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান করেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা। এছাড়া নিম্ন আদালতের বিচারকদের চাকরির শৃংখলা বিধিমালা নিয়ে সরকারের সঙ্গে সাবেক প্রধান বিচারপতির দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

[৪১] বিধিমালায় বলা হয়েছে, অধস্তন বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়গুলো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। গেজেটে 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ' অর্থ রাষ্ট্রপতি বা তৎকর্তৃক সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রণীত রুলস অব বিজনেস এর আওতায় সার্ভিস প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে বোঝানো হয়েছে।

৩৪.বিচার বিভাগের এই ক্রান্তিলগ্নে গত ২ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট দিবসে[৪২] বিচার বিভাগের ওপরে নির্বাহী বিভাগের আধিপত্য ও হস্তক্ষেপমুক্ত একটি পরিবেশ তৈরির আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেন দেশের বিশিষ্ট আইনজীবী ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার রফিক-উল হক, ব্যারিস্টার এম আমির-উল ইসলাম, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, এএফ হাসান আরিফ ও ফিদা এম কামাল। তারা বিবৃতিতে, মাসদার হোসেন মামলার রায়ের মাধ্যমে অধস্তন আদালতকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদালতের দিকনির্দেশনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগ সংবিধান ও সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের প্রতি সম্মান দেখাবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। তাঁরা বিবৃতিতে বলেন যে, সম্প্রতি মাসদার হোসেন মামলার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি পুনঃস্মরণ করতে গিয়ে দেখা যায়, অধস্তন আদালতের ক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিধি প্রণয়নে সংবিধানের মূলধারার বিচ্যুতি ঘটেছে। এটা গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। কারণ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্বকীয় অবস্থানের জন্য সংবিধান যে সুরক্ষা দিয়েছে তা সংরক্ষণ/বাস্তবায়ন করা সর্বোচ্চ আদালতের দায়িত্ব।[৪৩]

৩৫.উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে সেনাবাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপ বাড়তে থাকে, যা ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত নির্বাচনের পর থেকে আরো ব্যাপক আকার ধারণ করে।

মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

৩৬.২০১৭ সালে মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় সরকার ও সরকারদলীয় লোকদের হস্তক্ষেপ ব্যাপকভাবে লক্ষ্যণীয় ছিল। এই সময় সরকারের সমালোচনাকারী সাধারণ নাগরিক, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সরকার নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এর ৫৭ ধারা প্রয়োগসহ ফৌজদারি আইনের বিভিন্ন ধারায় তাঁদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করে এবং গ্রেফতার করে। ২০১৮ সালের শুরুতেও এই ধারা অব্যাহত আছে।

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ রয়েছে

৩৭.*অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

---

[৪২] বাংলাদেশে সুপ্রিম কোর্ট ১৯৭২ সালের ১৮ ডিসেম্বর প্রথম কার্যক্রম শুরু করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি বছর সুপ্রিম কোর্টের প্রথম কার্যদিবসকে সুপ্রিম কোর্ট দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৮ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টের পূর্ব নির্ধারিত ছুটি থাকায় প্রতম কার্যদিবস ২ জানুয়ারি দিবসটি উদযাপিত হয়।

[৪৩] **সুপ্রিম কোর্ট দিবসে বাণী; হস্তক্ষেপমুক্ত বিচার বিভাগ চান জ্যেষ্ঠ আইনজীবীরা/** নয়াদিগন্ত ২ জানুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/281439

৩৮. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এর ৫৭ ধারাটি[৪৪] সরকার মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। এই আইনটি নিবর্তনমূলক এবং এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করাসহ সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারের উচ্চ মহলের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য লেখার কারণে বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও তাঁদের কারাগারে পাঠানোর মত ঘটনা ২০১৭ সালের মতো ২০১৮ সালেও ঘটছে। ফলে ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখছেন এমন বেশীরভাগ মানুষ নিজেদের সেল্ফ সেন্সরশিপ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

৩৯. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর ছেলে এবং তথ্য ও প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত ও নৌপরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খানকে নিয়ে ফেসবুকে 'আপত্তিকর' পোস্ট দেয়ার অভিযোগে গত ৭ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলা থেকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ নুর মোহাম্মদ নামে একজন জামায়াতে ইসলামীর কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। মহানগর আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রানা প্রধান বন্দর থানায় তার বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন।[৪৫]

৪০. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি 'বিকৃত' করে ফেসবুকে পোস্ট দেয়ার অভিযোগে গত ২৬ জানুয়ারি লক্ষীপুর জেলার কমলনগর উপজেলার তোরাবগঞ্জ ইউনিয়নের ইসলামগঞ্জ এলাকা থেকে মোহাম্মদ হেলাল (১৮) নামে এক তরুণকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে কমলনগর থানায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।[৪৬]

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন

৪১. গত ২৯ জানুয়ারি নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারাসহ ৫টি ধারা বিলুপ্ত করে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮'র খসড়া অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা। তবে বিলুপ্ত করা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ধারাগুলো প্রস্তাবিত নতুন আইনে অন্তর্ভুক্ত করায় এটি আরেকটি নিবর্তনমূলক আইনে পরিনত হতে যাচ্ছে। ৫৭ ধারায় মানহানী, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রিতি বিনষ্টসহ আইনশৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানো সংক্রান্ত বিষয়গুলো একত্রে ছিল। নতুন আইনে এগুলো চারটি ধারায় ভাগ করে আলাদা আলাদা শাস্তির বিধান (৩-১০ বছর) রাখা হয়েছে। এই আইনের খসড়ায়

---

[৪৪] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনে[৪৪] র বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[৪৫] ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তি, না'গঞ্জে জামায়াতকর্মী গ্রেফতার/ যুগান্তর ৮ জানুয়ারি ২০১৮

[৪৬] প্রধানমন্ত্রীর ছবি বিকৃতি যুবক আটক/ মানবজমিন ২৭ জানুয়ারি ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=102316&cat=9/

মোট ৬৩টি ধারায় সাইবার অপরাধসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় রাখা হয়েছে। আইন অনুযায়ী ১১ সদস্যের ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল থাকবে, যার প্রধান হবেন প্রধানমন্ত্রী।[৪৭] এছাড়া অনুমোদন পাওয়া আইনের খসড়ায় কম্পিউটার বা ডিজিটাল গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ সংক্রান্ত ৩২ ধারায় সাংবাদিক এবং মানবাধিকাকর্মীদের হয়রানী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ' সংক্রান্ত ৩২ ধারায় বলা হয়েছে, 'যদি কোনো ব্যক্তি বেআইনি প্রবেশের মাধ্যমে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কোনো ধরনের গোপনীয় তথ্য-উপাত্ত কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ধারণ, প্রেরণ বা সংরক্ষণ করেন বা সংরক্ষণে সহয়তা করেন তা হলে কম্পিউটার বা ডিজিটাল গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ বলে গণ্য হবে। এই জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শাস্তি অনধিক ১৪ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ২৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। আর এই অপরাধ যদি একই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার করেন তাহলে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা এক কোটি টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। প্রস্তাবিত আইনে ডিজিটাল মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা জাতির পিতার[৪৮] বিরুদ্ধে কোনো প্রকার প্রচারণা চালালে বা তাতে মদদ দিলে সেটি অপরাধ হিসেবে গন্য হবে এবং এই অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ১৪ বছরের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। দেশের আইন বিশেষজ্ঞরা প্রস্তাবিত এই আইনটি মধ্যযুগে ফিরে যাবার আইন বলে মন্তব্য করেছেন।[৪৯] এই আইনের মাধ্যমে নাগরিকদের বাক স্বাধীনতা হরন করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৪২. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ১২ জন সাংবাদিক আহত, ১ জন লাঞ্ছিত, ২ জন হুমকির সম্মুখীন ও ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

৪৩. সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত করছে। রাষ্ট্রীয় টিভি বিটিভি সম্পূর্নভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। অপরদিকে বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া সরকারদলীয় নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন সময়ে সংবাদকর্মীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে।

৪৪. যশোর জেলার স্থলবন্দর বেনাপোলের হ্যান্ডলিং শ্রমিকদের দুই দলের মধ্যে গত ২৩ শে জানুয়ারি সংঘর্ষ শুরু হয়। এই খবর সংগ্রহের জন্য গত ২৪ জানুয়ারি ইনডিপেনডেন্ট টিভির জেলা প্রতিনিধি ও যশোর থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক প্রতিদিনের কথা'র রিপোর্টার জিয়াউল হক ও ক্যামেরাপার্রসন শরীফ খান ঘটনাস্থলে গেলে

[৪৭] ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন; সেই ৫৭ ধারাই রয়ে গেল/ প্রথম আলো ৩০ জানুয়ারি ২০১৭

[৪৮] বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতা এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান

[৪৯] **ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন; 'গুপ্তচরবৃত্তি' ধারায় হয়রানির আশঙ্কা সাংবাদিকদের/** যুগান্তর ৩০ জানুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/12559/

বেনাপোল আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে একদল দুর্বৃত্ত তাঁদের ওপর হামলা করে। তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে যে ক্লিনিকে নেয়া হয়, সেখানেও বোমা ছোঁড়ে দুর্বৃত্তরা। গুরতর আহত দুইজনকে পরে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এঁদের মধ্যে শরীফের অবস্থা আশঙ্কাজনক। গুরুতর আহত জিয়াউল হক জানান, 'হামলার সময় হামলাকারীরা যশোর-১ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য শেখ আফিলউদ্দিনের পক্ষে স্লোগান দেয় '।[৫০]

৪৫.গত ২৫ জানুয়ারি সিলেটের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আতিকুল হায়দারের আদালতে প্রবাসী হোসেন আহমেদ হত্যা মামলায় অভিযুক্ত ৩১ জন হাজির হন। আদালত অভিযুক্ত ফয়েজ আহমেদ বাবর ছাড়া ৩০ জন অভিযুক্তের জামিন নামঞ্জুর করে তাঁদের জেলে পাঠিয়ে দেন। এই সংবাদ সংগ্রহ করতে সাংবাদিকরা আদালত প্রাঙ্গনে গেলে এই মামলার অভিযুক্ত আওয়ামী লীগ নেতা লিয়াকত আলীর সমর্থকরা সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালালে যমুনা টেলিভিশন সিলেট ব্যুরোর ভিডিও জার্নলিষ্ট নিরানন্দ পাল ও যুগান্তরের ফটো সাংবাদিক মামুন হাসান গুরুতর আহত হন।[৫১]

শ্রমিকদের অধিকার

৪৬.শ্রমিকদের মানবাধিকার বিভিন্নভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। শ্রমিকদের নিরাপত্তা, বেতন-ভাতা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সরকার ও মালিক পক্ষের দায়মুক্তি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে শ্রমিকরা ছাঁটাই হয়েছেন, নিপীড়িত হয়েছেন।

৪৭.অধিকারের তথ্যমতে, জানুয়ারি মাসে ৯ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৪ জন পাথর শ্রমিক পাথর তুলতে গিয়ে ভূমিধ্বসে এবং ৫ জন নির্মাণ শ্রমিক নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করতে যেয়ে ভবন থেকে পড়ে নিহত হয়েছেন। তাছাড়া, ৮ জন নির্মাণ শ্রমিক নির্মাণাধীন ভবন ধ্বসে আহত হয়েছেন।

৪৮.গত ২ জানুয়ারি খুলনার খালিশপুর শিল্পাঞ্চলে ৯টি রাষ্টায়ত্ত পাটকলের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে ২৪ ঘন্টা ধর্মঘট পালন ও বিক্ষোভ মিছিল করেন। এর আগেই কারখানার উৎপাদন বন্ধ করে দেন শ্রমিকরা। শ্রমিকরা বলছেন, খুলনায় পাটকলগুলোতে শ্রমিকদের মজুরি বকেয়া রয়েছে ৫ থেকে ১২ সপ্তাহের। শ্রমিকরা অভিযোগ করছেন, তাঁরা সপ্তাহে ১ হাজার ৭০০ থেকে ২ হাজার ৫০০ টাকা মজুরি পান। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ মজুরি না পেয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে তাঁরা অনহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন। শ্রমিকরা আরও অভিযোগ করেন, বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের (বিজেএমসি) কর্মকর্তাদের দুর্নীতির কারণেই মূলত রাষ্ট্রয়াত্ত মিলগুলোতে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে।[৫২]

---

[৫০] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৫১] **উদ্বিগ্ন আইনজীবী ও সচেতন মহল; সিলেটে আদালত প্রাঙ্গণে লিয়াকত বাহিনীর তাণ্ডব/** যুগান্তর ২৬ জানুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/11104/

[৫২] প্রথম আলো, ৩ জানুয়ারি ২০১৮

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা

৪৯. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে তৈরি পোশাক শিল্পের ২০ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন।

৫০. গত ৩১ জানুয়ারি ঢাকার রামপুরায় অবস্থিত আশিয়ানা নামে একটি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতন ও শ্রমিকদের ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে কাওরানবাজারে বিজিএমইএ ভবন ঘেরাও কর্মসূচিতে যোগ দিতে গেলে বিজিএমইএ ভবনের কর্মচারীরা লাঠিসোটা নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। এই ঘটনায় ২০ জন আহত হন।[৫৩]

৫১. তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। বহু কারখানায় শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং অনেক কারখানায় বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা এবং শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। এছাড়া মাঝে মাঝে কারখানা কর্তৃপক্ষের গাফলতির কারণে অগ্নিকান্ডসহ অনেক দুর্ঘটনা ঘটছে যাতে শ্রমিকরা ভিকটিম হচ্ছেন।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৫২. নারীদের প্রতি সহিংসতা অব্যাহত আছে। ২০১৮ সালের শুরুতেই সরকারদলীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের দ্বারা নারীরা হেনাস্থার শিকার হয়েছেন। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের পুরুষ নেতাকর্মীদের পাশাপশি নারী কর্মীরাও সাধারণ ছাত্রী ও বিরোধীদলের নারী কর্মীদের ওপর হামলা করেছে। এছাড়া জানুয়ারি মাসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী যৌতুক, ধর্ষণ, এসিড সন্ত্রাস এবং যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন।

বখাটেদের দ্বারা উত্ত্যক্তকরণ

৫৩. জানুয়ারি মাসে মোট ১৪ জন নারী ও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১ জন অপমান সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন, ৩ জন আহত ও ১০ জন বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এই সময় যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ২ জন পুরুষ বখাটেদের হাতে নিহত হয়েছেন। এছাড়াও যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ৩ জন পুরুষ ও ১ জন নারী আহত হয়েছেন।

---

[৫৩] **পোশাক শ্রমিকদের বিজিএমইএ ভবন ঘেরাও হামলা ভাঙচুর সংঘর্ষ আহত ২০/** নয়াদিগন্ত, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/290067

৫৪. গত ২ জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার বালিয়াকান্দির খামার মাগুরা গ্রামে প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় আলাউদ্দিন সরদার নামে এক ব্যক্তি ধারলো অস্ত্র দিয়ে নবম শ্রেণীর ছাত্রী হাসনা এবং দশম শ্রেণীর ছাত্রী আছিয়াকে এলোপাথারি কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে। গুরুতর আহত দুই বোনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।[৫৪]

ধর্ষণ

৫৫. জানুয়ারি মাসে মোট ৪০ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে **১১** জন নারী, ২৮ জন মেয়ে শিশু এবং ১ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ **১১** জন নারীর মধ্যে ৫ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ২৮ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ১০ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ৩ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই সময়কালে ৪ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫৬. গত ২২ জানুয়ারি রাঙামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার ওড়াছড়ি গ্রামে মারমা পরিবারের এক মেয়ে (১৮) কে ধর্ষণ এবং তাঁর ছোট বোনকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ পাওয়া গেছে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যের বিরুদ্ধে। ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার শিকার দুই বোনকে রাঙামাটি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ড যেখানে এই দু'জন ভিকটিমকে ভর্তি করা হয়েছে, তা পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা পাহাড়া দিচ্ছে। ভিকটিমদের সঙ্গে সাংবাদিক এবং মানবাধিকার কর্মীদের দেখা করতে বাধা দিচ্ছে তারা। এই অবস্থায় মনে করা হচ্ছে ভিকটিমরা আটক অবস্থায় রয়েছেন।[৫৫]

[৫৪] প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান; বখাটে কোপাল দুই বোনকে/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ৪ জানুয়ারি ২০১৮/ http://www.bd-pratidin.com/last-page/2018/01/04/294574

[৫৫] দুই মারমা বোনকে ধর্ষণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে রাজধানীতেনাগরিক সমাবেশ/ বাংলা ট্রিবিউন ২৬ জানুয়ারি ২০১৮/ www.banglatribune.com/national/news/286971/

রাঙামাটি জেলার বিলাইছড়িতে দুই মারমা বোনকে ধর্ষণ ও নিপীড়নের প্রতিবাদে রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে অনুষ্ঠিত নাগরিক সমাবেশ। ছবিঃ বাংলা ট্রিবিউন, ২৬ জানুয়ারি ২০১৮

যৌতুক সহিংসতা

৫৭.জানুয়ারি মাসে ১০ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ২ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ৮ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

৫৮.গত ৯ জানুয়ারি কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার বকশীমূল উত্তরপাড়া গ্রামে যৌতুক না পেয়ে গৃহবধু আসমা বেগমকে তাঁর স্বামী রুবেল ও তার মা ফেলোয়া বেগম শ্বাসরোধ করে হত্যা করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুলিশ নিহত গৃহবধুর শ্বাশুড়ি ফেলোয়া বেগমকে আটক করেছে।[৫৬]

এসিড সহিংসতা

৫৯.জানুয়ারি মাসে ২ জন নারী এসিডদগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১ জন নারী ও ১ জন মেয়ে শিশু।

৬০.বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার শোলক ইউনিয়নের ধামুরা গ্রামে এসএসসি পরীক্ষার্থী ইতি আক্তারকে স্থানীয় যুবক মনির খান বিভিন্ন সময় প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে উত্যক্ত করতো। এই ব্যাপারে ইতি, মনিরকে নিষেধ করলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে গত ২০ জানুয়ারি তার দুই সহযোগী শফিকুল হাওলাদার ও রিপনকে সঙ্গে নিয়ে ইতির বাড়িতে ঢুকে তাঁর ওপর এসিড ছুঁড়ে মারে বলে অভিযোগ রয়েছে। ইতিকে গুরুতর আহত অবস্থায় বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[৫৭]

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি ও মানবাধিকার লংঘন

৬১.২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রতারনামূলক নির্বাচনের আগে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের (আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটে আছে এমন রাজনৈতিক দল ছাড়া) নির্বাচন বয়কটের কারণে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ বেকায়দায় পড়ে। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন।[৫৮] এই বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার মধ্যে দিয়ে ভারত সরকার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জনগণের ভোটবিহীন নির্বাচন ও এর ভিত্তিতে সরকার গঠন বাংলাদেশে ব্যাপক রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করে এবং সেই সুযোগে ভারত সরকার বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে। ২০১৮ সাল বাংলাদেশের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর। ২০১৪ সালের বিতর্কিত ও প্রতারনামূলক

---

[৫৬] **বুড়িচংয়ে যৌতুকের দাবিতে গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ/**যুগান্তর ১১ জানুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/5507/

[৫৭] **উজিরপুরেছাত্রীরমুখমণ্ডলঝলসেদিয়েছেবখাটেরা/** যুগান্তর ২২ জানুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/news/9652/

[৫৮] http://www.dw.com/bn/**নির্বাচন-না-হলে-মৌলবাদের-উত্থান-হবে**/a-17271479

নির্বাচনের পর ১১ তম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ডিসেম্বরে। বাংলাদেশের জনগন একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের অপেক্ষায় আছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বছরের শুরুতেই ১৪ জানুয়ারি ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় (যিনি বর্তমান সরকারের একজন ভালো বন্ধু) ঢাকায় আসেন। প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ঢাকা সফরের ওপর ভারতের দৈনিক পত্রিকা আনন্দবাজারে গত ১৬ জানুয়ারি প্রকাশিত সংবাদে লেখা আছে প্রনব মুখোপাধ্যায় ঢাকায় পৌঁছে জানিয়েছেন, রথ দেখা এবং কলা বেচা-এই হলো তাঁর সফরের উদ্দেশ্য। আনন্দবাজার পত্রিকা আরো জানিয়েছে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনে মধ্যাহ্ন ভোজের পর মনে করা হচ্ছে, বাংলাদেশের নির্বাচনের আগে হাসিনা সরকারের সঙ্গে ভারতের ট্রাক-টু কূটনীতির সূত্রপাত হল। সুত্রের খবর, হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ভোটের ভবিষৎ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়েছে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। উল্লেখ্য, প্রণব মুখোপাধ্যায়র রাষ্টপতি থেকে অবসর গ্রহণের পর 'দি কোয়ালিশন ইয়ারস (১৯৯৬-২০১২)'[৫৯] নামে তাঁর যে আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছে সেখানে তিনি অতীতেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন তা লিখেছেন।[৬০] তাই নির্বাচনের বছরের শুরুতেই প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বাংলাদেশ সফর এবং নির্বাচন নিয়ে তাঁর আগ্রহ ও আলোচনা বাংলাদেশের জনগণকে তাঁর অতীত কর্মকান্ড স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ভারত সরকার বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের ওপর তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে।

ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর সদস্যদের মানবাধিকার লংঘন

৬২. ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ করে হত্যা, নির্যাতন ও লুটপাট করছে এমনকি বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সদস্যদের ওপরও হামলা করছে। *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ সালে বিএসএফ ২৫ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে। আগের বছরগুলোর মতই ২০১৮ সালের শুরুতেও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় সমঝোতা এবং চুক্তি লজ্ঞন করে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ বাংলাদেশী নাগরিকদের নির্যাতন ও হত্যা করছে, যা আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লজ্ঞন।

৬৩. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র হাতে ২ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ১ জন গুলিতে ও ১ জন নির্যাতনে মারা গেছেন। এইসময়ে ৩ জন বাংলাদেশী বিএসএফ'র হাতে আহত হয়েছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ১ জন

[৫৯] The Coalition years (1996-2012) page no-113-115

[60] **ভোটের আগে প্রণবের পরামর্শ শুনলেন হাসিনা/** আনন্দবাজার ১৬ জানুয়ারী ২০১৮/ http://www.anandabazar.com/bangladesh-news/hasina-has-received-pranab-mukherjee-s-suggestions-before-election-1.740784?ref=archive-new-stry

গুলিতে ও ২ জন নির্যাতনে আহত হয়েছেন। এছাড়া ১ জন বাংলাদেশী বিএসএফ সদস্যদের হাতে অপহৃত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৬৪. গত ১১ জানুয়ারি কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার পূর্ব কাউয়ারচর সীমান্তের ৫৭/৫৮ আন্তর্জাতিক পিলারের মাঝমাঝি ১০/১২ জন বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ী নো-ম্যান্সল্যান্ড দিয়ে গরু পার করছিলেন। এই সময় ভারতের ৫৭ ব্যাটালিয়নের দিয়ারা ক্যাম্পের টহলরত বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এতে কদম আলী (৩৫) মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। তাঁর সঙ্গে থাকা অন্য ব্যবসায়ীরা তাঁকে উদ্ধার করে বাড়ী নিয়ে গেলে কদম আলী মারা যান।[৬১]

৬৫. *অধিকার* মনে করে, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই এর ভূমি ও নাগরিকদের ওপর অপর রাষ্ট্র বা তার প্রভাবশালী নাগরিকদের দ্বারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন মেনে নিতে পারে না। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি ভারতের প্রত্যক্ষ মদতে একটি প্রহসনমূলক নির্বাচনের মধ্যমে দেশের অধিকাংশ জনগনের ভোটাধিকার কেড়ে নেয়ার এক কলংকিত অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল বাংলাদেশে। *অধিকার* মনে করে আগামীতে এই ধরনের কোন অশুভ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের সামনে তার আত্মমর্যাদা ও সম্মান রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোনই বিকল্প নাই।

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা

৬৬. রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এবং বৌদ্ধ দুর্বৃত্তদের দ্বারা ভয়াবহ আক্রমনের শিকার হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার ও টেকনাফের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। *অধিকার* শরণার্থী শিবিরগুলোতে যেয়ে অনেক রোহিঙ্গা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। শাহপরীর দ্বীপ, টেকনাফ, লেদা, পালং খালি, থ্যাংখালী, বালুখালী, হাকিমপাড়া এবং কুতুব পালং এলাকাগুলোতে অবস্থিত এইসব নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত ক্যাম্পগুলোতে এই সাক্ষাৎকারগুলো নেয়া হয়। এই সাক্ষাৎকারে রোহিঙ্গা ভিকটিমরা *অধিকারকে* জানান, মিয়ানমার সেনাবাহিনী গণধর্ষণ, গুম, নির্যাতন, হত্যা, শিশুদের গুলি করে বা আগুনে পুড়িয়ে হত্যার মত ঘটনা ঘটিয়েছে। এছাড়া, নারী ও মেয়েশিশুদের ধরে নিয়ে মিলিটারী ক্যাম্পগুলোতে যৌনদাসীর মত করে আটক রাখারও অভিযোগ রয়েছে। মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও বৌদ্ধ দুর্বৃত্তদের দ্বারা নিষ্ঠুরতার শিকার ও প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়।

৬৭. এই ধরণের সহিংসতা থেকে বেঁচে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের মধ্য হতে একজন দিলদার বেগম। তিনি তাঁর পরিবারের ১৯ জন সদস্যসহ গ্রামের কয়েকশত লোকের নির্মম হত্যাযজ্ঞ নিজ চোখে দেখেছেন। দিলদার বেগম (৩০) অধিকারকে বলেন, ২৭ অগাস্ট ২০১৭ তারিখে মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও স্থানীয় বৌদ্ধ দুর্বৃত্তরা

[৬১] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুড়িগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেন

তাঁর গ্রাম (তুলাতুলি) আক্রমণ করে। তখন তিনি, তাঁর স্বামী, সন্তান, পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং অনেক গ্রামবাসী তাঁদের বাড়ি ছেড়ে গ্রামের পাশে তুলাতলি খালের বাঁধের দিকে দৌড়ে যান। এইসময় সৈন্যরা তাঁদের ধাওয়া করে ঘিরে ফেলে এবং যুবতীদের আলাদা করে। এরপর সৈন্যরা যুবতীদের বাদে বাকী সবাইকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর তুলাতুলি বিলের মধ্যে ৫০-৬০ ফুট লম্বা, পাঁচ থেকে ছয় ফুট প্রশস্ত এবং চার থেকে পাঁচ ফুট গভীর ছয় থেকে সাতটি গর্তে লাশগুলো মাটিচাপা দেয়। এরপর দিলদার ও তাঁর চার সন্তানসহ অন্যান্য যুবতীদের তুলাতুলি গ্রামের একটি ঘরে নিয়ে যায়। তিনি সেই ঘরের ভেতরে অনেক নারী ও শিশুর লাশ পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। ঘরের মেঝে রক্তের দাগে আচ্ছাদিত ছিল। এরপর কয়েকজন সৈন্য মিলে দিলদারকে ধর্ষণ করতে থাকে। সেসময় তাঁর বাচ্চারা চিৎকার করা শুরু করলে, ঘরের ভেতরে থাকা অন্যান্য সৈন্যরা রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে তাঁর চার সন্তানের মাথা থেতঁলে দেয়। এতে তাঁর তিন সন্তান মারা যায়। একপর্যায়ে সৈন্যরা তাঁর মাথায়ও আঘাত করে। সৈন্যরা ঘর থেকে চলে যাবার সময় ঘরটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরবর্তীতে দিলদার তাঁর ১০ বছর বয়সী মেয়েকে নিয়ে সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হন এবং নৌকায় নাফ নদী পার হয়ে বাংলাদেশে আসেন। সেনাদের হাতে নিহত তাঁর তিন সন্তান হল, মোহাম্মদ কায়সার (দেড় বছর), মোহাম্মদ ফয়সাল (৪) এবং রোজিনা (৬)।

৬৮. সু প্রাং গ্রামের আবদুল করিম (১৯) নামে একজন *অধিকারকে* বলেন, ২৭ অগাস্ট ২০১৭ দুপুর আনুমানিক ২.০০ টায় মিয়ানমার সেনাবাহিনী তাঁদের গ্রাম আক্রমণ করে। তারা একটি মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং পালাতে থাকা রোহিঙ্গাদের দিকে গুলি ছুঁড়তে থাকে। তখন তিনি ও প্রায় ২০ জন গ্রামবাসী সোনা মিয়া নামের একজন রোহিংগার ঘরে আশ্রয় নেন। কিছুক্ষণ পর, কিছু সৈনিক বাড়িটিতে ঢুকে তাঁদের দিকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। আবদুল করিম ও আরো দুইজন প্রাণ বাঁচাতে ঘরের জানালা দিয়ে পাশের একটি পুকুরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেসময় আব্দুল করিমের পায়ে গুলি লাগে কিন্তু তিনি কোনরকমে পুকুরের পাড়ে পৌঁছাতে সক্ষম হন। তিনি দেখেন, সৈন্যরা ঘরের সবাইকে গুলি করে ও জবাই করে হত্যা করছে। পরে আব্দুল করিমকে কিছু গ্রামবাসী উদ্ধার করে এবং বাংলাদেশে নিয়ে আসে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ডাক্তাররা তাঁর বাম পা কেটে ফেলেন।

৬৯. সু প্রাং গ্রামের সৈয়দুল ইসলাম (৪৫) *অধিকারকে* বলেন, ২৭ আগস্ট ২০১৭ রাত আনুমানিক ২.০০ টায় মিয়ানমার সেনাবাহিনী তাঁদের গ্রাম আক্রমণ করে। সৈন্যরা গ্রামের কিছু রোহিঙ্গা যুবকদের খুঁজছিল, যাঁরা সেনা অভিযানে সময় গণহত্যার ছবি ও ভিডিও নিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর তিনজন সৈন্য তাঁর বাড়িতে ঢুকে এবং তাঁকে টেনে বাইরে নিয়ে যায়। রাইফেলের বাঁট দিয়ে পিটিয়ে তারা সৈয়দুলের কোমর ভেঙ্গে দেয়। সেসময় তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা পালিয়ে পাশের ঝোপে আশ্রয় নিলে তারা বেঁচে যায়। দুই দিন পর সৈন্যরা গ্রামে আবার হামলা চালায় এবং তাঁর স্ত্রীর বড় ভাই ইউসুফকে জবাই করে হত্যা করে এবং ইউসুফের মেয়ে, ইউসুফের ছেলের বউ এবং দুই নাতিকে ধরে নিয়ে যায়। পরদিন তাঁদের সবাইকে মাথায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাশের একটি ধান ক্ষেতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

৭০.২০১৮ সালের ১৬ জানুয়ারি রোহিঙ্গাদের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রত্যাবাসনের জন্য মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি 'ফিজিক্যাল এরেঞ্জম্যান্ট' স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, মিয়ানমার প্রতি সপ্তাহে ১৫০০ রোহিঙ্গা গ্রহণ করবে, যাতে সকল রোহিঙ্গাদের ফেরত নেয়ার জন্য দুই বছর লাগবে।[৬২] যদিও এখনো রোহিঙ্গারা মিয়ামার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিচ্ছে। মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে, মংডু শহরের নিকটবর্তী **Hla Pho Khung** এ ১২৪ একর জমির উপর নির্মিত একটি ক্যাম্পে মিয়ানমার প্রত্যাবর্তনকারীরা আশ্রয় নেবে। এতে ৬২৫ টি ভবন থাকবে যাতে ৩০ হাজার লোককে আশ্রয় দেয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে।[৬৩] এই পরিকল্পনা অনুসারে *অধিকার* মনে করে রোহিঙ্গাদের "কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে" পাঠানোর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে, যা পরবর্তীতে রোহিঙ্গাদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্য ব্যবহার করা হতে পারে।

৭১.২১টি রোহিঙ্গা সংগঠন রোহিঙ্গাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে, মিয়ানমারের অন্যান্য নাগরিকদের সমান অধিকার প্রদান করতে এবং 'নিরাপদ ও স্বেচ্ছায়' প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার জন্য একটি বিবৃতি দিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, রোহিঙ্গাদের প্রতি মিয়ানমার সরকার এবং সামরিক বাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গির কোনও পরিবর্তন নেই এবং তারা এখনও রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ থেকে আগত "বাংলা ইন্টারলুপার্স" হিসাবে চিহ্নিত করছে এবং আরাকানে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সহিংসতা এবং নিষ্ঠুরতার কারণে তারা রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করছে।[৬৪]

৭২.জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গিটারস হাজার হাজার মুসলিম রোহিঙ্গাদের ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে মিয়ানমার ও বাংলাদেশের মধ্যে হওয়া সমঝোতা চুক্তির স্বাক্ষর করার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, "এটি হবে সবচেয়ে খারাপ যদি এইসব মানুষকে দীর্ঘ সময় ধরে একটি কৃত্রিম পরিস্থিতিতে রাখা হয় এবং তাদের স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাওয়ার অনুমতি না হয়"।[৬৫] প্রবীণ মার্কিন কূটনীতিক, বিল রিচার্ডসন, "ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন রোহিঙ্গা ক্রাইসিস নামে একটি ১০ সদস্যের উপদেষ্টা পর্ষদ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সু চির বিরুদ্ধে "নৈতিক নেতৃত্বের" অভাবের অভিযোগ এনে বলেন, এই উপদেষ্টা পর্ষদটি "হোয়াইটওয়াশ" ছাড়া কিছু নয় এবং তিনি মিয়ানমার সরকারের "চিয়ার লিডার স্কোয়াড"-এর অংশ হতে চান না।[৬৬]

---

[62] 'We cannot send refugees to concentration camps', The New Nation, 17 January 2018; http://m.thedailynewnation.com/news/161730/we-cannot-send-refugees-to-concentration-camps

[63] Concerns over 'premature' plan to repatriate Rohingya refugees', by Euan Mckirdy, CNN, 17 January 2018; http://edition.cnn.com/2018/01/17/asia/bangladesh-myanmar-rohingya-repatriation-plan-intl/index.html

[64] http://www.rohingyablogger.com/2018/01/joint-statement-rohingyas-concerns-over.html

[65] 'Bangladesh agrees with Myanmar to complete Rohingya return in two years', Reuters, 16 January 2018; https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-bangladesh/bangladesh-agrees-with-myanmar-to-complete-rohingya-return-in-two-years-idUSKBN1F50I2

[66] https://www.theguardian.com/world/2018/jan/25/aung-san-suu-kyi-lacks-moral-leadership-us-diplomat-bill-richardson-quits-rohingya-panel

৭৩.মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মানবাধিকার ও নাগরিকত্ব ভোগের নিশ্চয়তা এবং গণহত্যার জন্য দায়ী মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সদস্য ও বৌদ্ধ দুর্বৃত্তদের বিচারের সম্মুখীন না করলে, বাংলাদেশ সরকারের উচিত হবে না রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো। কারণ, এতে মিয়ানমার এর গনহত্যার সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশ চিহ্নিত হবে। মিয়ানমার সরকারকে রাখাইন (আরাকান) রাজ্যে সমস্ত সামরিক অভিযান বন্ধ এবং জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে সে অঞ্চলের পরিস্থিতির উপর নজরদারি করতে দিতে হবে, যা শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে কাজ করবে। জাতিসংঘের সরাসরি তত্ত্বাবধানে মিয়ানমার সরকারকে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া সব রোহিঙ্গা শরণার্থীকে সনাক্তকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদান করতে হবে। মিয়ানমারের সংবিধান এবং নাগরিকত্ব আইন আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মান অনুযায়ী সংশোধন করে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের নাগরিকত্ব দিতে হবে। ইউএনএইচসিআর, যারা শরণার্থী ক্যাম্প পরিচালনা করছে, তাঁদেরও প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত করা প্রয়োজন। *অধিকার* বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক এবং সসম্মানে প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে এবং রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে চালানো গনহত্যায় জড়িত অপরাধীদের আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থার আওতায় আনার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহবান জানাচ্ছে।

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

৭৪.বর্তমান সরকার *অধিকার* এর ওপর হয়রানি অব্যাহত রেখেছে। এরই মধ্যে মানবাধিকার কর্মী যাঁরা দেশের বর্তমান নিপীড়নমূলক পরিস্থিতিতে সাহসের সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা হয়রানীর সম্মুখিন হচ্ছেন।[৬৭]

৭৫.*অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য সাড়ে তিন বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রাখা, সংস্থার নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অনুমোদন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের সহযোগিতায় "হিউম্যান রাইটস রিসার্চ এন্ড এডভোকেসি" প্রকল্পের টাকা দাতার কাছ থেকে আসতে বিলম্ব হওয়ায় *অধিকার* প্রকল্প যাতে সময়মত শেষ হয় সেজন্য তার নিজস্ব তহবিল থেকে ১৮ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩৮ টাকা খরচ করে। ২০১৩ সালের ১৪ জুলাই *অধিকারএর* আবেদন সাপেক্ষে ৩য় বর্ষের বাজেট অনুযায়ী শেষ কিস্তির টাকা *অধিকারএর* মাদার একাউন্টে পাঠায় নেদারল্যান্ডস দূতাবাস। নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও কার্যক্রমের প্রতিবেদনসহ সমস্ত হিসাব-নিকাশ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে জমা দেয়ার পরও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই

---

[৬৭] তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে ২০১৬ সালে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোলার মানবাধিকার কর্মী আফজাল হোসেন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন[৬৭] এবং ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী আবদুল হাকিম শিমুল ক্ষমতাসীনদলের নেতা শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমুল হক মিরু'র গুলিতে নিহত হন। কুষ্টিয়া ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনজন মানবাধিকার কর্মী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে বন্দি ছিলেন।

টাকা উত্তোলন করার জন্য *অধিকারকে* অনুমতি দেয়নি। ফলে উল্লেখিত টাকা এখনও ব্যাংকে আটকে রাখা হয়েছে।

৭৬. এছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায় 'এডুকেশন অন দি কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার এন্ড অপকেট এওয়ায়রনেস্ প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ' নামক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য *অধিকারকে* এনজিও বিষয়ক ব্যুরো দুই বছরের অনুমতি দেয়। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো উল্লেখিত প্রকল্পের ২য় বর্ষের অনুদানের ৫০% অর্থ ছাড় দেয়নি। ফলে প্রকল্পের কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে অর্থছাড় না পাওয়ার কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আটত্রিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশত তেতাল্লিশ টাকা ব্যাংকে আটকে রয়েছে। এই ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কয়েক দফা উদ্যোগ নেয়া হলেও বিষয়টি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি।

৭৭. *অধিকার* এর সমস্ত হিসাব রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে। ২০১৩ সালে সরকার *অধিকার* এর ওপর যে নিপীড়ন শুরু করে, তখন থেকে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকও *অধিকারকে* বিভিন্নভাবে হয়রানি করতে থাকে। বর্তমানে *অধিকার* এর সমস্ত একাউন্ট স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক স্থগিত করে রেখেছে। এই ধরনের প্রতিকুলতার মধ্যেও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার রক্ষা এবং ভিক্টিমএর পক্ষে লড়াই করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকার কারণেই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও তাঁরা কাজ করে চলেছেন।

সুপারিশসমূহ

১. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ সরকার অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৪. সরকারকে নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

৫. সরকারকে অবশ্যই জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে।

৬. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে।

৭. বিচারবিভাগের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রনের কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত হতে হবে।

৮. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে। গনগ্রেফতার বন্ধ করতে হবে।

৯. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

১০. আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

১১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

১২. সরকারকে প্রস্তাবিত ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্টকে আইনের রূপ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

১৩. তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে, শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন-ভাতা দিতে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তুলতে হবে।

১৪. তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। নির্মান শিল্পসহ অন্যান্য ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরি এবং এর প্রয়োগের ব্যাপারে *অধিকার* দাবী জানাচ্ছে।

১৫. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। সরকার দলীয় দুবৃর্ত্তরা যারা নারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে তাদের দায়মুক্তি দেয়া চলবে না। এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নারীর ওপর সহিংসতা বন্ধে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৬. *অধিকার* সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক হত্যা নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছে। সেই সঙ্গে ভারতের বাংলাদেশকে পানির ন্যায্য অধিকার দিতে এবং বাংলাদেশে কৃত্রিমভাবে বন্যা সৃষ্টির সমস্ত কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করতে আহ্বান জানাচ্ছে। বাংলাদেশে প্রাণ-পরিবেশ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করা এবং অসম বাণিজ্যে ভারসাম্য আনারও দাবি জানাচ্ছে *অধিকার*।

১৭. *অধিকার* রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জীবন ও অধিকার রক্ষার্থে অবিলম্বে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী জানাচ্ছে। এছাড়াও *অধিকার* জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। *অধিকার* আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার সরকারের ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে এবং সেই সঙ্গে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত মিয়ামার সেনাবাহিনী, চরমপন্থী বৌদ্ধসহ দায়ীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছে।

১৮. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে অবিলম্বে *অধিকার এর* মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় করতে হবে।